রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

বীমা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ আশ্বিন, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২৮০-আইন/২০১৮।—বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ১৩ নম্বর আইন) এর ধারা ১৪৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা 'নন-লাইফ ইন্সুরেন্স ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণী বিধিমালা, ২০১৮' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) **"বীমাকারী"** অর্থ বীমা আইন, ২০১০ এর ধারা ২ এর দফা (২৫) এ সংজ্ঞায়িত বীমাকারী; এবং

(খ) **"ব্যবস্থাপনা ব্যয়"** অর্থ বীমা আইন, ২০১০ এর ধারা ৬৩ এর ব্যাখ্যার দফা (ক) তে উল্লিখিত ব্যবস্থাপনা ব্যয়।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি, বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ১৩ নং আইন), বা ক্ষেত্রমত, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ১২ নং আইন), এ যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

মূল্য : টাকা ৪.০০

৩। নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় **ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা**।—(১) কোনো নন-লাইফ বীমাকারী কোনো পঞ্জিকা বৎসরে ব্যবস্থাপনা ব্যয় বাবদ সাকুল্যে সর্বোচ্চ নিম্নবর্ণিত অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে, যথা :—

সংশ্লিষ্ট বৎসরে—

(ক) পরিচালিত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বীমা এজেন্ট ও ব্রোকারগণকে পরিশোধিত কমিশন খরচ ও অন্যান্য পারিশ্রমিক; এবং

(খ) বাংলাদেশে সরাসরি লিপিবদ্ধ মোট গ্রস প্রিমিয়াম আয়ের বিভিন্ন উপ-শ্রেণির প্রিমিয়ামের উপর নিম্ন টেবিলে বর্ণিত অর্থ, যথা :—

টেবিল

ক্রমিক নং	বীমাকারীর মোট গ্রস প্রিমিয়াম আয় (টাকায়)	অগ্নি ও অন্যান্য বীমার ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের উপর শতকরা হার	নৌ বীমার ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের উপর শতকরা হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	প্রথম ১৫ কোটি টাকা	৩৫	২৬
২।	পরবর্তী ১৫ কোটি টাকা	৩৩	২৫
৩।	পরবর্তী ১৫ কোটি টাকা	৩২	২৪
৪।	পরবর্তী ১৫ কোটি টাকা	৩০	২২
৫।	পরবর্তী ১৫ কোটি টাকা	২৮	২০
৬।	পরবর্তী ১৫ কোটি টাকা	২৬	১৮
৭।	পরবর্তী ৩০ কোটি টাকা	২৪	১৭
৮।	তদূর্ধ্ব	২২	১৬

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বীমাকারী তাহার বীমা ব্যবসার প্রথম ১০ (দশ) বৎসরে বীমা ব্যবসার ক্ষেত্রে কমিশন খরচ বা পারিশ্রমিকসহ যে কোনো পঞ্জিকা বৎসরে ব্যবস্থাপনা ব্যয় হিসাবে নিম্নরূপ অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে পরিবে, যথা :—

(ক) প্রথম বৎসরে তাহার মোট পরিশোধিত মূলধনের সর্বোচ্চ ১০ (দশ) শতাংশ;

(খ) পরবর্তী ৩ (তিন) বসরের প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে মোট পরিশোধিত মূলধনের উপর অর্জিত সুদ;

(গ) পরবর্তী ৩ (তিন) বসরের প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে মোট পরিশোধিত মূলধনের উপর অর্জিত সুদ বা সংশ্লিষ্ট বৎসরে সরাসরি বাংলাদেশে ইস্যুকৃত পলিসির গ্রস প্রিমিয়ামের ৫ (পাঁচ) শতাংশের মধ্যে যাহা কম হয়;

(ঘ) পরবর্তী ৩ (তিন) বসরের প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে পরিশোধিত মূলধনের উপর অর্জিত সুদের তিন-চতুর্থাংশ বা ঐ বৎসরে সরাসরি বাংলাদেশে ইস্যুকৃত গ্রস প্রিমিয়াম আয়ের ২.৫০ (দুই দশমিক পাঁচ শূন্য) শতাংশের মধ্যে যাহা কম হয়।

(৩) কোনো বীমাকারীর বাংলাদেশের বাহিরে মূল ব্যবসাস্থল থাকিলে সেই বীমাকারীর ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের ব্যয়ের একটি যথার্থ অংশ ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সীমাভুক্ত হইবে এবং উহা সরাসরি ও গৃহীত পুনঃবীমা ব্যবসাসহ এবং প্রদত্ত পুনঃবীমা প্রিমিয়াম ব্যতিরেকে কোনো ক্রমেই ঐ বৎসরে বাংলাদেশে অর্জিত মোট নীট প্রিমিয়াম আয়ের ৫ (পাঁচ) শতাংশের অধিক হইবে না।

৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) রহিতকৃত Insurance Act, 1938 (Act IV of 1938) এর অধীন প্রণীত Insurance Rules, 1958 এর rule 40 এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত rule এর অধীন কৃত কোনো কাজ বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মনিরুল ইসলাম
উপসচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd